ধর্ষণ-ভূমি থেকে আগত তিন চে ারের কাহিনী

সুখেন্দ্র ভট্টাচার্য

শে ষ রাতের আকাশে জলমেঘ সরে যাচ্ছে। বরফ কুচির মতো ঝির ঝির বৃষ্টি। থামছে, আবার ঝরছে। প্রাপ্তবয়স্ক অষ্টাদশী বোতাম-খোলা ব্লাউজের উপর দা মি শাড়ির আঁচল দলা পাকিয়ে দুহাত দিয়ে বুকে জড়িয়ে পরাজিত প্রতিরোধী দুর্বল পায়ে মাতালের মতো টলতে টলতে ধানি জমির প্রান্তসীমায় একখানি ফেলে-র াখা ভাঙা-চোরা ডান দিকে হেলে পড়া ছোটখাটো মাটির ঘরে ঢুকে, পড়ে গিয়ে, পুনরায় জ্ঞান হারায়। তখন শেষ রাতের একটা ধূসর প্যাঁচা একবার ডেকেই চুপ করে যায়। বা উড়েও চলে যেতে পারে ঘন গাছ-পাতার আড়ালে। আর তখনি ঠান্ডা বাতাস ধানী জমি থেকে উঠে এসে মায়ের মতো অষ্টাদশীর শিয়রে বসে হাওয়া দেয়। অসময়ে ঝির ঝির বৃষ্টি পড়ছে। সেই মাটির ঘরের একহাত খোলা জানালা দিয়ে কয়েক ফোঁটা বৃষ্টি অষ্টাদশীর চোখে মুখে প্রকৃতি মা ছিটিয়ে দেয়। তবুও জ্ঞান ফিরে আসে না। অথবা ভাবা যায়, অষ্টাদশী ঘুমিয়ে পড়েছে।

ঠিক এই সময় এই শেষরাতে প্রায়দিনের মতো তিনজন চোর সেই ডানদিকে হেলেপড়া মাটির ঘরে দৌড়ে এসে ঢুকে পড়ে মাথা নিচু করে, একবারে নয়, এক এক করে। প্রথম যে চোরটি কালোপ্যান্ট এবং গাঢ় মেণ রঙের হাতকাটা গেঞ্জি পরা, হোঁচট খেয়ে অষ্টাদশীর পাশে পড়ে যায়। পড়ে যেতেই দ্বিতীয় এবং তৃতীয় চোরকে বলে, খুব আস্তে সাবধানে ঢোক। কে একজন শুয়ে আছে। ডেড-বডিও হতে পারে । প্রথম চোর কানাইয়ের কথা শুনে দুজন চোর সাবধানে ঢোকে। যদিও হাতে ওদের কোনরকম অস্ত্র নেই, দুজনের হাতে দুটো পাকা বাঁশের লাঠি এবং একজনের হাতে দুহাত লম্বা শক্ত স লোহার রড এগুলিকে যথার্থ অস্ত্র বলা যায় না। ওরা ভয় পায় না, তবুও ওরা প্রতিরোধের মানসিক প্রস্তুতি নেয়, লাঠি এবং লোহার রড ধরে সতর্ক হয়। যখন দেখল, শোওয়া ব্যক্তিটি উঠল না বা আক্রমণ করল না, তখন তিনজন নিচিন্ত হওয়ার আগেই কানাই আগের চেয়ে গলার স্বরটি সামান্য বাড়িয়ে পুনরায় বলে ওঠে, 'বাদলা, ভ'য় নেই, মেয়েছেলে'! কণ্ঠস্বরে রীতিমতো অকুণ্ঠ সরল বিস্ময় ধরা পড়ল অন্য দুজন চোরের কাছে। অনেকবছর ধরে চুরির জীবিকা গ্রহণের দায়ে এরা অভিজ্ঞ চোর। কিন্তু এই অভিজ্ঞতা (মেয়েটির পড়ে থাকা বা মরে যাওয়া) এই প্রথম। বাদল নতুন এই জীবিকায় এসেছে। ওর হাতে ছিল আজই চুরি করা চার ব্যাটারির একটি পিতলের টর্চ। বাদলা নির্ভয়ে বলে, 'হ াসানকাকা টর্চ মারবো। চারদিকটা তাকিয়ে উত্তরটা কানাই দেয়, না থাক। সেরকম অন্ধকার নেই। বলেই তিন চোর অষ্টাদশীর পাশে বসে।

যদিও খুপরির ভেতরে ড্রামে-ভরা কালো পিচের মতো অন্ধকার ছিল না, ছিল চলা-রাস্তার উপর পিচের যে রঙ হয় ঠিক সেরকম অন্ধকার। জলমেঘ নির্মূল হওয় ার পর অস্তগামী চাঁদের ম্লান আলো ছড়িয়ে ছিটিয়ে ফেলে রেখে যায় জল-মেশানো অন্ধকার সাধন বকসির বিস্তারিত ধান খেতের উপর এবং এই মাটির ঘরের ভেতর। এই বিরল দৃশ্যটি অনুভবের দুয়ারে মৃদু করাঘাত করতেই ওরা তিনজন একটি মোমবাতি জ্বালানোর জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়ল। মোমের ম্লান আলো অষ্ট াদশীর মুখের উপর পড়েছে, যেমন গির্জায় শিশু-কোলে মা-মেরির মুখে মোমের আলো পড়ে সযত্নে লালিত শরীরী লজ্জা শুষে নেওয়া মেয়েটির মুখটা ঐ তিনজনের মুখের যাবতীয় সহানুভূতিশীল সততার ভাষা কেড়ে নিয়ে বিকল করে দিল। টর্চের আলোয় ওরা দেখে গলা থেকে সোনার হার ছিনিয়ে নেওয়ার দাগ। হাতের সব চুড়ি খুলে নিতে পারে নি। বাঁ হাতে একটি মাত্র আছে। ডান হাত খালি। আঙ্গুলেও সোনার আংটি খুলে নেবার দাগ। ওরা তিনচোর খানিকটা সময় বোব া হয়ে গেল। ওরা ভুলে গেল আজকের চুরির মাল ভাগ বাঁটোয়ারের কথা, চোরাই মাল বিক্রীর দায়িত্ব দেবার কথা। অষ্টাদশীর এলোমেলো পোষাকের চারপাশে ওরা তিনজন বাদল, কানাই, হাসানকাকা প্রার্থনার ভঙ্গিতে নতজানু ও যাদুমুগ্ধ হয়ে দ্ধাসে বসে আছে। রক্ত-রেখা হাঁটুর উপর থেকে সরেখায় গড়াতে গড়াতে প ায়ের গোঁড়ালির কাছে রূপোর নূপুরের গায়ে আটকে গেছে। সদ্য বাপ হওয়া কানাই অষ্টাদশীর ভেজা ভেজা দামি শাড়িটি, মূলত সখের নীল বেনারসি শাড়িটি দিয়ে অষ্টাদশীর পায়ের স লাল ফিতের মতো রক্তের দাগটা মুছে দেবার জন্য হাত বাড়াতেই বাদল সেই হাত ধরে ফেলে, হাতটা সরিয়ে দিয়ে নিজের গায়ের ময়ল া গেঞ্জি খুলে সেই গেঞ্জি দিয়ে সযত্নে মুছে দেয় অষ্টাদশীর শরীরের রক্ত-রেখা। সাথে সাথে কানাই বলে 'এ তুই কি করলি রে বাদলা! এটাতো আর গায়ে দিতে প ারবি না। ফেলে দিতে হবে। ধরা পড়ে যেতে পারি। দোষটা আমাদের ঘাড়ে চাপবে'। বাইশ বছরের ছেলে বাদল, যার জীবনে প্রেম আসে না, কিন্তু প্রেম অনুভব করে, সে বলে, কিছু ভেবো না কানাইদা, গেঞ্জিটা আমি রেখে দেব। কেউ টের পাবে না, জানতেও পারবে না।

কিন্তু এই রক্তক্ষরণ? বাদল এবং কানাইদা ভয় পায়। হাসানকাকা আশ্বাস দেয়, ভয় নেই। বন্ধ হয়ে গেছে। যদি মরে যায়? কানাই বলে, ফেলে রেখে যাব। অষ্ট াদশীর ডান হাত তুলে নিয়ে অভিজ্ঞ হাসানকাকা নাড়ি পরীক্ষা করে বলে, বেঁচে আছে।

কানাই এবং বাদল দলা পাকানো, সেন্ট মাখানো নীল বেনারসিটা টানটান করে হাঁটুর উপর থেকে নগ্ন পা ঢেকে দেয়। ব্লাউজের বোতাম লাগিয়ে দেয়। ভেতর জ ামায় হাত দেয় না। শাড়ির প্রশস্ত আঁচল বুকের উপর বিছিয়ে দেয়। বাদল শুধু মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে। বাঙলা সিনেমার নায়িকাদের মুখে সে এই মুখ দেখেছে। সুগন্ধি ছড়ানো মুখ থেকে গোছা গোছা চুলগুলি সরিয়ে দেবার জন্য হাত বাড়ায়, আবার হাত সরিয়ে আনে। দুতিনবার এরকম করে, মুখের চুল আর সরাতে পারে না।

ওরা জানতে ইচ্ছুক, মেয়েটার কি হয়েছিল? কোন হারামখোর তার এই অবস্থা করেছে কেন করেছে ? কি উদ্দেশ্য, কি মতলব এরকম নানা প্রশ্ন ওদের মনে।

ফলত মেয়েটির চৈতন্য ফিরে আসার জন্য ওরা অপেক্ষা করে। চুরির ভাগ-বাঁটোয়ারা সেরে ফেলে। তিনটে ভাগ হয়। যে যার ভাগ নিয়ে নেয়। পালা বদল করে ওরা প্রথম-দ্বিতীয়-তৃতীয় ভাগ নেয়। আজ প্রথম পালা বাদলের। সে পছন্দমতো একটা ভাগ তুলে নেয়। সাবধানী কানাই ভাগ তুলে নেবার পর বলে, ধরা পড়ে যেতে পারি। চলো বেরিয়ে পড়ি। চারটে বেজে গেছে। মেয়েটা পড়ে থাক্। জ্ঞান ফিরলে বাড়ি চলে যাবে। হাতের সোনার চুড়িটা, পায়ের নুপূরটা খুলে নিই। কি বল হাসানকাকা? বয়স্ক চোরটিকে সবাই হাসানকাকু বলে। সে কানাইয়ের কথা শুনে বলে, 'আরেকটু অপেক্ষা করি। এভাবে ফেলে রেখে যাওয়া যায় না।' এসময় বাদল ঘড়ি দেখে বলে, 'এখনও চারটে বাজে নি। কানাইদা ওসব আমরা নেবো না। বেশি লোভ ভাল না। কি বল হাসানকাকু?' হাসানকাকা উত্তর দেয়, 'বাদলা ঠিক বলেছে। এখনও পাখির কিচিরমিচির শু হয় নি। এভাবে মেয়েটিকে ফেলে যেতে মন চাইছে না রে।'

অষ্টাদশীকে নিয়ে আলোচনা করতে করতে ওরা সিদ্ধান্তে আসে, মেয়েটিকে ধর্ষণ করা হয়েছে। এবং ওর শরীরের সোনাদানা ছিনিয়ে নিয়েছে। মেয়েটির আঁটোসাটো শরীরের গড়ন দেখে তিনচোর মনে করেছে, মেয়েটির বয়স আঠারো হবে। মাটির ঘরের পরিবেশ দেখে এবং বৃষ্টির জলে ভেজা শাড়ি দেখে ওরা আরেকটি সিদ্ধান্তে পৌঁছয়, অষ্টাদশী এই ঘরে ধর্ষিতা হয় নি। এরপর হাসানকাকা বলে, 'একবার দেখে আয় কোথায় ওর ইজ্জতটা গেছে।' কানাই এবং বাদল ধর্ষণ-ভূমিতে যায়। সেটা ধানখেত। সেটা ধানের কারবারি সাধন বিশ্বাসের ধানখেত। সামান্য ভেজা জমি। পাশেই বিশাল বুড়ো আমগাছ একটা ধানখেতের একপ্রান্তে ধস্তাধস্তির চিহ্ দেখে কানাই এবং বাদল। মদের খালি বোতল পড়ে আছে। ছড়ানো কয়েকটি সিগারেটের টুকরো। একটা সিল্ক মাল, ছিটকে আছে দুদিকে দুটো। চুরি করা নতুন স্টিলের ঘটিতে জল ভরে নেয় বাদলা। কানাই এই বুদ্ধিটা দেয়। জ্ঞান ফিরে আসার জন্য আর অপেক্ষা করলে চলবে না। চোখেমুখে জলের ঝাপটা মেরে জ্ঞান ফেরাতে হবে। কাছেই ছোট্ট জলাশয়। সেখানে শাপলা ফুল ছেয়ে গেছে। আবার ওরা হেলে পড়া মাটির কুঁড়ে ঘরে ফিরে আসে। ছোট্ট মাটির ঘর, সাধন বিশ্বাসের। এক সময় সাধন বিশ্বাসের জমি রাত-পাহারা দেবার জন্য বানিয়েছিল। এখন আর পাহারা দেবার প্রয়োজন হয় না। সাধন বিশ্বাসের অনেক জমি ভাগ-চাষিদের নামে রেকর্ড হয়ে আছে। এই সাধন বিশ্বাসের বাড়িতেই আজ চুরি করেছে এই তিন চোর। পাশের গাঁয়ে থাকে এই তিনচোর। ওরা জেনেছে, সাধন বিশ্বাস শনিবার রাতে বাড়ি ফেরে না। ফুর্তি করতে শহরে যায়।

কানাই এবং বাদল অষ্টাদশীর চোখে-মুখে জল ছাঁট দেয়। মেয়েটির সামান্য নাড়াচড়া হাসানকাকা লক্ষ্য করে। অনেকে বলে হাসানকাকা কবিয়াল। হাসানকাকা মেয়েটির পায়ের আঙুলের দিকে তাকিয়ে বলে, আমার কইন্যার পায়ের সোনালি আঙ্গুলগুলো সোনালি ধানের শিসের মতো নড়ছে। এসব কথা হাসানকাকা বলতে পারে। মুসলমানেরাও এখন আর হাসানচাচা, হাসান মিঁঞা বলে না, বলে হাসানকাকা এবার মোমের ম্লান আলোয় হাসানকাকা চোখের পাতার দিকে তাকায়। বাতাস না থাকলে ফড়িং এর পাখার হাওয়ায় যেভাবে ধানের শিস নড়ে, ঠিক সেইভাবে চোখের পাতা নড়ছে অষ্টাদশীর কাঁপাকাঁপা মোমের আলোয় বাদলও লক্ষ্য করে। পুনরায় বাদল এবং হাসানকাকার ঝুঁকে পড়া মুখ সরে গিয়ে নিরাপদ দূরত্বে অবস্থান করে। অবস্থান করার অন্য একটি কারণও আছে। ওদের ঝুঁকে পড়া মুখ দেখে যদি অষ্টাদশী আবার জ্ঞান হারায়। ওরা লক্ষ্য করেছে, মেয়েটির নীল নাকছাবিটি চক্‌চক্ করছে। দুর্বৃত্তরা এই সোনার নাকছাবিটি নেবার চেষ্টা করে নি। যদি মেয়েটির জ্ঞান ফিরে আসে এই ভেবে হয়তো। হাসানকাকার ওরকম একটি মেয়ে আছে। এই মেয়েটির মতো দেখতে সুন্দর নয়। এই মেয়েটি ফরসা। হাসানকাকার মেয়ে কালো। কিন্তু কন্যা স্নেহের বর্ণ বিভাজন নেই। এবার মেয়েটি চোখ খোলে, ভোরের পাপড়ির মতো। দেখে তিনজন অচেনা মানুষ তফাতে বসে আছে। তাকে দেখছে। এরা কারা মেয়েটি চিনতে পারে না। কিন্তু বিশ্বাস করতে পারে কারণ এরা তো তিনজন লম্পট শহুরে যুবকদের মতো নয় যে যুবকেরা ভাল কথার নাটক করে বাড়ি পৌঁছে দেবে বলে বান্ধবীর বিয়ের বাড়ি থেকে নিয়ে এসেছিল। বলেছিল, রাতের শেষ ট্রেনে আমরা ফিরে যাব। তুমি তো বলেছ, ষ্টেশনের কাছেই তোমার বাড়ি। স্টেশন থেকেই চলে যেতে পারবে। ওহে নারী, সরলানারী শহুরে প্রণয় রঙ্গতামাসার ভাষা বুঝতে শেখোনি আজও। অষ্টাদশীর আড়ষ্টতা ভাঙতে থাকে। সে উঠে বসে। তারপর চোরেদের মুখের দিকে তাকিয়ে ভাবে, এরা তো আমাদের প্রতিবেশী পাড়াগেঁয়ে মানুষ। ওদের চোখের ভাষায় ভোরের সরলতা। ' তোমরা কারা' অষ্টাদশীর মনের কাতরতায় এই প্রশ্ন ভেসে যায়। প্রশ্ন গলায় আটকে গেছে। স্বর হারিয়ে গেছে। মেয়েটি উঠে দাঁড়ায়। একটু টলে যায়। শাড়িটা টেনেটুনে ঠিকঠাক করে গুছিয়ে নেয়। কোথাও সামান্য কাদা লেগে আছে, কোথায়ও ভেজা। বাইরে এখন বৃষ্টি নেই। ঠান্ডা, শীতল হাওয়া। ওরা তিনজন যাদুমন্ত্র মুগ্ধ হয়ে ভোরের প্রকৃতির মতো চুপ চাপ বসে আছে। সবাই শুনতে পায় ছোট ছোট পাখিদের প্রথম কলরব। এখনও কাক ডাকতে শু করে নি। মাটির ঘর থেকে মাথা নিচু করে মেয়েটি বের হয়। তিনজন চোর দাঁড়িয়ে পড়ে। মেয়েটি তাহলে একাই চলে যাচ্ছে। হাসানকাকা আস্তে বলে ' তোমার পরিচয় মা। কোথায় থাক'? মানসিক দুর্ঘটনায় বিধস্ত অষ্টাদশী সুন্দরী কোনো কথার জবাব না দিয়ে, প্রান্তরে নেমে আসে। বাদলা পাশে এসে প্রশ্ন করে, বাড়ি পর্যন্ত পৌঁছে দিয়ে আসবো? একবার পাশে তাকালো মেয়েটি। ভোরের অস্পষ্ট আলোয় বাদলের মুখ নজরে আসে না। নিশ্চল প্রতিমার মুখে কথা নেই। মেয়েটি একবার ভেবেছিল, সে বলবে আমি সাধন বিশ্বাসের ছোটমেয়ে। পাশের গাঁয়ে বন্ধুর বিয়েতে গিয়েছিলাম, সেখানে থাকার কথা ছিল। কথায় বলে, অল্প শোকে কাতর, অনেক শোকে পাথর। পাথরের মতো কঠিন মুখে এত কথা ধাক্কা খেয়ে ফিরে যায়। বলতে গিয়েও অষ্টাদশী বলতে পারে না। কথা গলায় আটকে যায়। সে ফিরেও ওদের মুখের দিকে তাকায় না।

অষ্টাদশী কুয়াশার মতো ভোরের অস্পষ্ট আলোয় এগোতে এগোতে অদৃশ্য হয়ে যায়। সেই দৃশ্য দেখতে দেখতে কবিয়াল হাসানকাকা ছড়া কাটে ঃ

ভোরের পাখি গান গায়
সব ভুইল্যা কইন্যা যায়
এবার কইন্যা মইর‍্যা জাগে
বখাটে মাগ দৌড়ে ভাগে।

Phone: 98302 43310

email: editor@srishtisandhan.com